



353989 - ন্যায্যতা কী আল্লাহর সত্তাগত গুণ; নাকি কর্মগত গুণ?

প্রশ্ন

আল্লাহ তাআলার ন্যায্যতা গুণ কী সত্তাগত; নাকি কর্মগত? বিস্তারিত চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহর ন্যায্যতা গুণ সাব্যস্ত হওয়া

আল্লাহ তাআলা ন্যায্যতা (عدل)-এর গুণে গুণান্বিত হওয়া সাব্যস্ত। যমেনটি সহি বুখারী (৩১৫০) ও সহি মুসলমি (১০৬২) আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঐ ব্যক্তির প্রসঙ্গে যাই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বণ্টনের উপর আপত্তি তুলেছিল; তিনি বলেন: “যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ন্যায় না করেন তাহলে আর কী ন্যায় করবে।”

এবং তার কথাকে ন্যায্যতার গুণে গুণান্বিত করাও সাব্যস্ত হয়েছে। যমেনটি তিনি বলেছেন: “আপনার প্রভুর বাণী সত্য ও ন্যায়েরে পরিপূর্ণ।” [সূরা আনআম ৬:১১৫]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন:

তাঁর গুণসমূহের মধ্যে রয়েছে ন্যায্যতা— তাঁর কর্মে, কথায় ও মযানরে বিচারে।

এই গুণের অর্থবোধক গুণ মুয়ায (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি যখন কোন যকিরেরে মজলসি বসতেন তখন বলতেন: আল্লাহ ন্যায়পরায়ন বিচারক; সন্দেহকারীরা ধ্বংস হোক...। [সুনানে আবু দাউদ (৪৬১১), মুয়ায (রাঃ) এর মাওকুফ হাদিস, আলবানী সহি বলেছেন]

আওনুল মাবুদে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: “অর্থাৎ ন্যায়পরায়ন বিচারক।”

দুই:



ন্যায্যতা সত্তাগত গুণ

ন্যায্যতা সত্তাগত গুণ। সত্তাগত গুণ চনোর নীতি হল: যত গুণে তিনি পূর্ববে গুণান্বতি ছিলেন এবং এখনও গুণান্বতি আছেন। সুতরাং অনাদি ও অনন্তকাল ব্যাপী তিনি ন্যায্যবান (عَدْل) ও সুবচিরক (مُقْسِط) এবং ন্যায্যতা ও সুবচিররে গুণসম্পন্ন (ذو العَدْلِ وَالْقِسْطِ)।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“সত্তাগত গুণাবলী: যত ভাবগুলো আল্লাহর জন্য অনাদি ও অনন্তকাল ব্যাপী সাব্যস্ত; যমেন- জীবন, জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, পরাক্রমশালতি ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি অনেকে গুণ। এ গুণগুলোকে আমরা সত্তাগত গুণ বলে থাকি। যাহেতু তিনি এসব গুণে অনাদি ও অনন্তকাল ব্যাপী গুণান্বতি। এগুলো তাঁর সত্তা থেকে বচ্ছিন্ন হয় না।”[শারহুস সাফ্যারনিয্যাহ (পৃষ্ঠা-১৫৫) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।